**পায়রা কুয়াকাটা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮**

পরিকল্পিত আধুনিক বন্দর নগর স্থাপন, আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ এবং অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু পায়রা সমুদ্রবন্দর সন্নিহিত এলাকায় আধুনিক বন্দরনগরী স্থাপন এবং কুয়াকাটা পর্যটন অঞ্চল, রাঙ্গাবালী উপজেলার সোনারচরসহ পাশ্বর্বতী দ্বীপসমূহ এবং তালতলী, পাথরঘাটা সমন্বয়ে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন;  
যেহেতু উক্তরূপ বন্দরনগর ও পর্যটন অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত অঞ্চলের পরিকল্পিত উন্নয়ন আবশ্যক;   
  
উক্ত অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখা, অপরিকল্পিত নগরায়ন রোধ করাসহ পর্যটন শিল্পের সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত বিকাশের স্বার্থে পরিকল্পিত উন্নয়ন আব্যশক; এবং

যেহেতু উপরে বর্ণি উদ্দেশ্যসমূহ সাধন ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

**প্রথম অধ্যায়  
প্রারম্ভিক**

**১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন:-** (১) এই আইন পায়রা-কুয়াকাটা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন বা, ক্ষেত্রমত, উহার কোন বিধান, -

(ক) পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা, রাঙ্গাবালি ও কলাপাড়া উপজেলা এবং বরগুনা জেলার অন্তর্গত বরগুনা সদর, আমতলী, তালতলী ও পাথরঘাটা উপজেলাসমুহের মৌজা ম্যাপে চিহ্নিত অঞ্চল, এবং বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩১ নং আইন) এর অধীন ‘পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা’ বা ‘বিশেষ পর্যটন অঞ্চল’ হিসাবে ঘোষিত এলাকায়, যদি থাকে, অবিলম্বে; এবং

 (খ) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত উপজেলাসমুহের বা উহার সন্নিহিত অন্য কোন এলাকার জন্য, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই এলাকার জন্য সেই তারিখে প্রযোজ্য হইবে।

(গ) ) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনে পায়রা-কুয়াকাটা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

২। **সংজ্ঞা:-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে –

(১) ‘‘অংশীদারী প্রতিষ্ঠান’’ অর্থ মুনাফা অর্জন এবং নিজেদের মধ্যে উক্ত মুনাফা বণ্টনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হইয়া যেইরূপ ব্যবসা সংগঠন গড়িয়া তোলে সেইরূপ প্রতিষ্ঠান;

(২) ‘‘আর্থিক প্রতিষ্ঠান’’ অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২(খ) তে সংজ্ঞায়িত ‘আর্থিক প্রতিষ্ঠান’

(৩) ‘‘ইমারত’’ অর্থ The Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এর section 2(b) এ সংজ্ঞায়িত ‘Building’ কে বুঝাইবে;

(৪) ‘‘উন্নয়ন প্রকল্প’’ অর্থ সরকার অনুমোদিত কোন উন্নয়ন প্রকল্প;

(৫) ‘‘কর্তৃপক্ষ’’ অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত পায়রা-কুয়াকাটা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(৬) ‘‘কোম্পানি’’ অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২(ঘ) তে সংজ্ঞায়িত ‘কোম্পানি’;

(৭) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা;

(৮) ‘‘চেয়ারম্যান’’ অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(৯) ‘‘প্রবিধান’’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১০) ‘‘ফৌজদারি কার্যবিধি’’ অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

১১) ‘‘ব্যক্তি’’ অর্থ যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা সংস্থা অন্তর্ভুক্ত হইবে, উহা নিবন্ধিত হউক বা না হউক;

১২) ‘‘বিধি’’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

১৩) ‘‘মহাপরিকল্পনা ( Master Plan)” অর্থ পটুয়াখালী জেলার অর্ন্তগত গলাচিপা, রাঙ্গাবালী ও কলাপাড়া উপজেলা ও এবং বরগুনা জেলার অর্ন্তগত বরগুনা সদর উপজেলা আমতলী, তালতলী ও পাথরঘাটা উপজেলাসমূহে মৌজা ম্যাপে চিহ্নিত শহর এলাকায় (পায়রা বন্দরনগর, উপকূলীয় এলাকা, সমুদ্র সৈকত বা অনুরূপ স্থানসহ), এবং বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩১ নং আইন) এর আওতাধীন উক্ত অঞ্চলের ‘পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা’ বা ‘বিশেষ পর্যটন অঞ্চল’ হিসাবে ঘোষিত এলাকায়, এবং এই আইনের ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এর অধীন সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত এলাকার ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত অঞ্চল পরিকল্পনা (Regional Plan), স্ট্রাকচার প্ল্যান (Structure Plan) ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (Detailed Area Plan);

(১৪) ‘‘সদস্য’’ অর্থ কর্তৃপক্ষের সদস্য;

(১৫) ‘‘সমবায় সমিতি’’ অর্থ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ এর ৪৭ নং আইন) এর ধারা ২(২০) এ সংজ্ঞায়িত ‘সমবায় সমিতি’।

(১৬) “সরকার” অর্থ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

(১৭) “সচিব” অর্থ ধারা ৫২ এর অধীন নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের সচিব

(1৮) **Òmve©ÿwYK m`m¨Ó** A\_© aviv ৭ Gi Dc-aviv (১) Gi Aaxb wbhy³ KZ©„c‡ÿi †Kvb mve©ÿwYK m`m¨।

১৯। “স্থানীয় কর্তৃপক্ষ”: অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনসহ কোনো আইনের অধীন কোনো নির্দিষ্ট কার্যাদি সম্পাদনের জন্য প্রতিষ্ঠিত কোনো কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান।

**দ্বিতীয় অধ্যায়  
কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি**

৩। **কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা:-**  (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ‘পায়রা-কুয়াকাটা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ’ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর বা অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার বা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা নিজ নাম ব্যবহারে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **কর্তৃপক্ষের কার্যালয়:-** সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে কর্তৃপক্ষের কার্যালয় স্থাপিত হইবে।

৫। **কর্তৃপক্ষ গঠন, ইত্যাদি:-** (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে, যথা:-

ক) একজন চেয়ারম্যান;

(খ) ৪ (চার) জন সদস্য, যথা: -

(১) সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ);

২) সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন);

৩) সদস্য (পরিকল্পনা); এবং

(৪) সদস্য (আইন ও বাস্তবায়ন);

(গ) জেলা প্রশাসক অথবা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা;

(ঘ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;

(চ) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;

(ছ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;

(জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) পুলিশ সুপার অথবা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার,পটুয়াখালী ও বরগুনা;

(ট) বিভাগীয় প্রধান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী;

(ঠ) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল গণপূর্ত জোন, বরিশাল;

(ড) স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;

(ঢ) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;

(ণ) আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;

(ত) পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;

(থ) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় বসবাসরত সরকার কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন বিশিষ্ট নাগরিক, তন্মধ্যে অন্যূন একজন মহিলা হইবেন এবং

(দ) সচিব, যিনি ইহার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (থ) তে উল্লিখিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য এবং সময়ে, স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, প্রয়োজনবোধে, যে কোন সময় উক্ত দফা (থ) তে উল্লিখিত মনোনীত সদস্যগণকে মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (থ) তে উল্লিখিত কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে তাহার পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৬। **কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি:-** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :

(১) ভূমির যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

(২) মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত ভূমি জরিপ ও সমীক্ষা, গবেষণা পরিচালনা এবং তদসংশ্লিষ্ট সকল প্রকার তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;

(৩) ভূমির উপর যে কোন প্রকৃতির পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল ও নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাবলি গ্রহণ করা;

(৪) আধুনিক বন্দরনগরী প্রতিষ্ঠা ও পর্যটন শিল্পের বিকাশসহ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার গৃহায়ন ও আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যটনকেন্দ্রিক আবাসিক, বাণিজ্যিক, বিনোদন, শিল্প বা এতদসম্পর্কিত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য পৃথক পৃথক এলাকার অবস্থান নির্ধারণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও উহার কার্যকর বাস্তবায়ন করা;

(৫) দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের নিরাপদ অবস্থান ও যাতায়াত সহজ করিবার লক্ষ্যে আধুনিক বন্দর ও পর্যটন নগরী ও অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সড়ক, মহাসড়ক, নৌপথ, রেলপথ ও সমুদ্রপথ নির্মাণের লক্ষ্যে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন;

(৬) সমুদ্র সৈকতসহ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত গড়িয়া ওঠা সকল অবৈধস্থাপনা রোধ বা অপসারণ করা;

(৭) অপরিকল্পিত, অপ্রশস্ত ও ঘন বসতি অপসারণক্রমে নুতন আবাসন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং উক্ত এলাকার বাসিন্দাগণের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) নিম্নবিত্ত, বস্তিবাসী এবং গৃহহীনদের আবাসন সমস্যার অগ্রাধিকার বিবেচনায় রাখিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও উহার বাস্তবায়ন;

(৯) বন্দরনগর ও পর্যটন অঞ্চলে নগর পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা তৈরি, সমুদ্র সৈকত বা তৎসংলগ্ন পর্যটন অঞ্চলে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, বিনোদন ও সেবামূলক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও উহার ধারাবাহিক সংরক্ষণ,

(১০) বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বিদেশি পর্যটন জোনে বিদেশি পর্যটকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পর্যটন সুবিধাদির সংস্থান;

(১১) আধুনিক বন্দরনগরী ও পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয়সাধন করা;

(১২) বনায়ন ও সবুজ বেষ্টনী তৈরি এবং ম্যানগ্রোভ বনের সম্প্রসারণ করা;

(১৩) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ বা বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যয়ে দেশি-বিদেশি বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে পরামর্শ বা সহযোগিতা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(১৪) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে আধুনিক বন্দরনগরী ও পর্যটন শিল্প বিকাশের উদ্দেশ্যে দেশি বা বিদেশি ব্যক্তি, সরকারি বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(১৫) কোন উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন এবং বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান;

(১৬) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ব্যাংক বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিদেশি সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ;

(১৭) দুর্যোগ মোকাবেলায় পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ, ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, খাল খনন, জলোচ্ছ্বাস রোধে বাঁধ নির্মাণ, স্বাদু পানি সংরক্ষন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষন, মৎস্য ও বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ, জলাধার নির্মাণ, সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ ও লবণাক্ততা দূরীকরণ;

(১৮) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন;

(১৯) সকল প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, সুনামি, ভূমিকম্প, উপকূলীয় ভাঙ্গন, নদীভাঙ্গন, ভূমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ যথা, অগ্নিকান্ড, ইমারত ভেঙ্গে পড়া, নির্বিচার বৃক্ষকর্তনের ফলে বনাঞ্চল হ্রাস ইত্যাদি দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন অন্তর্ভুক্ত করিয়া ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় সাধন;

(২০) পরিকল্পনাভুক্ত এলাকায় সর্বস্তরের জনসাধারণকে পরিকল্পনার সকল স্তরে সম্পৃক্তকরণপূর্বক ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন;

(২১) বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য জলাধার নির্মাণ ও সংরক্ষণ;

(২২) পোতাশ্রয় এলাকা নির্ধারণ এবং তদসংলগ্ন এলাকায় বস্তি ও বসতবাড়ি নির্মাণে বিধি নিষেধ আরোপ;

(২৩) বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ ও অভয়ারণ্য সৃষ্টি;

(২৪) মৎস্য, মৎস্য অভয়ারণ্য ও মৎস্য চারণভূমি সংরক্ষণে সমন্বয় সাধন;

(২৫) বন থেকে মধু আহরণ ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ তদারকীকরণে সমন্বয় সাধন;

(২৬) পরিবেশগত দূষণ যথা, পানি, মাটি, বায়ু, শব্দ ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও তেজসক্রিয়তা রোধের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২৭) ভূগর্ভস্থ পানির উৎস্য সন্ধান, সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের স্থান চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণ;

(২৮) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন।

**৭। চেয়ারম্যান এবং সার্বক্ষণিক সদস্য নিয়োগ, মেয়াদ, অপসারণ, ইত্যাদি**:- (১) সরকার কর্তৃপক্ষের একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সার্বক্ষণিক সদস্য নিয়োগ করিবে এবং তাহাদের চাকরির শর্ত সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি ২ (দুই) মেয়াদের বেশি সময়ের জন্য চেয়ারম্যান বা সার্বক্ষণিক সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সার্বক্ষণিক সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না বা উক্ত পদে থাকিতে পারিবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) শারীরিক বা মানসিক অসমর্থের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন;

(ঘ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ খেলাপী হিসাবে ঘোষিত হন;

(ঙ) কোন ফৌজদারি অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্থ হইয়া আদালত কর্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন; বা

(চ) কর্তৃপক্ষের স্বার্থ সংশিস্নষ্ট কোন পেশা বা ব্যবসার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকেন বা হন।

(৪) সরকার, কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া, চেয়ারম্যান বা কোন সার্বক্ষণিক সদস্যকে যে কোন সময় অপসারণ করিতে পারিবে।

(৫) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা তাহার অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নতুন চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য অথবা সচিব চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৬) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি-

(ক) এই আইন, বিধি ও প্রবিধানের বিধান অনুসারে কর্তৃপক্ষের প্রশাসন পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন; এবং

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবালী সম্পাদন করিবেন।

‌

৮। **কর্তৃপক্ষের সভা:-** (১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) চেয়ারম্যান, কর্তৃপক্ষের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তদকর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) কর্তৃপক্ষের সভায় কোরামের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৪) প্রতি ৩ (তিন) মাসে কর্তৃপক্ষের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যে কোন সময় জরুরি সভা আহবান করা যাইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৬) কেবল কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা কর্তৃপক্ষ গঠনে ক্রটি থাকিবার কারণে কর্তৃপক্ষের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

(৭) প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হইবার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট উহার অনুলিপি প্রেরণ করিতে হইবে।

**০৯। পরামর্শ বা সহযোগিতা:-** কর্তৃপক্ষ উহার সভার নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম বা কর্তৃপক্ষের কার্য সম্পাদনে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনে, সদস্য নন অথচ উক্তরূপ কাজে অভিজ্ঞ এইরূপ কোন ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের পরামর্শ বা সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

**১০। কমিটি গঠন:-** কর্তৃপক্ষ সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা উহার কার্যাবলি সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

**তৃতীয় অধ্যায়  
ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প, ইত্যাদি**

**১১। মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাক-প্রকাশনা, চূড়ান্ত প্রকাশ, ইত্যাদি।-** (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব, উহার আওতাভুক্ত এলাকার সমন্বয়ে দূর্যোগের ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি ঝুকি অনুভূতিশীল ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে, যথা-

(ক) নৌ, বিমান, রেল, সড়ক, মহাসড়ক ও উড়ালসেতু যান চলাচলের গতি-প্রকৃতি, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি;

(খ) পায়রা বন্দর ও পোতাশ্রয় এলাকা, কন্টেইনার জেটি, কন্টেইনার সংরক্ষণ এলাকা ;

(গ) পানি সরবরাহ, সংরক্ষণ, পয়ঃপ্রণালী ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা;

(ঘ) বিভিন্ন সরকারি অফিস, সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা কেন্দ্র, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, উদ্যান, ইকো পার্ক, উন্মুক্ত স্থান, জলাশয় এবং বিনোদনমূলক ব্যবস্থা, পর্যটন তথ্য কেন্দ্র, স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র, বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্র, খেলার মাঠ, হাসপাতাল, ইত্যাদির জন্য ভূমি সংরক্ষণসহ উহার অবস্থান নির্ধারণ ও সংরক্ষণ;

(ঙ) আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকার জন্য স্থান নির্ধারণ এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি;

(চ) পরিবেশ দূষণ রোধের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাসহ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি;

(ছ) মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ ভূমি চিহ্নিতকরণ ও উহার অবস্থান নির্ধারণ;

(জ) ভূমি ব্যবহার, জোনিং এবং প্রাকৃতিক ল্যান্ডস্কেপ অনুসরণ করিয়া ভূমি সংরক্ষণ;

(ঝ) সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎসহ অন্য কোন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি; এবং

(ঞ) দীর্ঘমেয়াদী ও আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্বলিত নগরায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প, ধারাবাহিক উন্নয়ন, নিয়মিত সংস্কার এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি;

(২) কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত মহাপরিকল্পনা, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেট, ইলেকট্রনিক গেজেট (যদি থাকে), কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ওয়েব সাইট এবং ২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উহার প্রাক্-প্রকাশ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাক্-প্রকাশিত মহাপরিকল্পনার বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি বা পরামর্শ থাকিলে উহা প্রাক্-প্রকাশের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ, প্রাপ্ত আপত্তি বা পরামর্শ বিবেচনা করিয়া উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাক-প্রকাশের তারিখ হইতে অনধিক ১০৫ (একশত পাঁচ) দিনের মধ্যে সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে উক্ত মহাপরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৫) সরকার, উপ-ধারা (৪) এর অধীন মহাপরিকল্পনা প্রাপ্ত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে উহা অনুমোদন করিবে এবং সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা উহার চূড়ান্ত প্রকাশ করিবে।

(৬) সরকারের অনুমতিক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময় অন্তর মহাপরিকল্পনা পুনঃপ্রণয়ন, পুনঃপরীক্ষণ, সংশোধন, সংযোজনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৭) ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনাটি নূন্যতম ৭ (সাত) টি স্তরে বিন্যস্ত হইবে, যথা-

(ক) স্ট্রাটেজিক প্ল্যান, (খ) রিজিওন্যাল প্ল্যান, (গ) স্ট্রাকচার প্ল্যান, (ঘ) আরবান এরিয়া প্ল্যান, (ঙ) রুরাল এরিয়া প্ল্যান, (চ) ডিটেইল্ড/এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান, এবং (ছ) কন্টিনজেন্সি প্ল্যান।

(৮) আরবান এরিয়া প্ল্যান, রুরাল এরিয়া প্ল্যান, এবং এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান এর আওতায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ল্যান্ড রিএডজাস্টমেন্ট ল্যান্ড পুলিং করিতে হইবে ।

**১২। মহাপরিকল্পনা সংশোধন, ইত্যাদি।-** (১) কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, মহাপরিকল্পনা সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং সেই মোতাবেক সকল কার্যক্রম সম্পাদিত হইবে।

(২) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন অথবা উহার কোন সংশোধন সম্পর্কে কোন আদালতে আইনগত প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

**১৩। মহাপরিকল্পনা পরিপন্থি ভূমি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা, ইত্যাদি:-** মহাপরিকল্পনায় চিহ্নিত কোন ভূমি বা উল্লিখিত উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকায় সকল উন্নয়ন এবং নির্মাণ কাজ মহাপরিকল্পনা অনুসারে সম্পাদিত হইবে।

(৩) এই ধারার অধীনে কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে কোন প্রকল্পের বিষয় বিবেচনা করিয়া কোন ব্যক্তি বা মালিকানাধীন জমি ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখিতে পারিবে, তজ্জন্য ভূমির মালিক বা প্রতিষ্ঠান কোন ক্ষতিপূরণ পাইবে না। তবে এইরূপ সংরক্ষিত ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভূমির মালিক বা প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

**১৪। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।-** (১) কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনার ভিত্তিতে ইহার আওতাভুক্ত কোন এলাকার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত করিয়া উহা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে, এবং

(২) কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্প সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে প্রকাশ করিবে, এবং অতঃপর উহা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৩) কোন উন্নয়ন বা জনকল্যাণমূলক কাজ বাস্তবায়নকালে কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত কোন রাস্তায় বা উহার অংশ বিশেষে যানবাহন বা জনসাধারণের চলাচলের উপর কর্তৃপক্ষ সাময়িক বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (৩) এর অধীন সাময়িক বিধি-নিষেধ আরোপের বিষয়টি স্থানীয় জনসাধারণকে অবহিত করিবে।

**১৫। উন্নয়ন প্রকল্প সংশোধন:-** কোন উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হইবার পর কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহা সংশোধন করিতে পারিবে।

**১৬। কতিপয়** **উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর বিধি-নিষেধ।-** (১) কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকার কোন অং­শে কোন ব্যক্তি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সরকারি বা বেসরকারি কোন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি সাধারণভাবে কোন ধরনের রাস্তাঘাট ও ইমারত নির্মাণ, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ বা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে না।

(২) নদী-নালা, খাল-বিল, জলাশয় ভরাট করিয়া বা উহাদের স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যহত করিয়া কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না।

(৩) পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এমন কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না।

(৪) পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখিয়া প্রকল্প প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৫) বাস্ততান্ত্রিক অনুভূতিশীল এলাকায় বন্যপ্রাণিসহ যে জীববৈচিত্র্য রহিয়াছে, তাদের প্রজননক্ষেত্র ও বাসস্থান যাহাতে নষ্ট না হয়, সেই সব দিক বিবেচনা করিয়া উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা করিতে হইবে।

(৬) বন ও ম্যানগ্রোভ বনের উন্নয়নসাধন, বিস্তৃতি ও সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি এবং সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ব্যতিত বেসরকারি পর্যায়ে বনভূমি কাটা ও ধ্বংস করা যাইবে না;

**১৭। জনস্বার্থে অন্তর্বর্তীকালীন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।-** (১) ধারা ১১ তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে বা চলমান থাকা অবস্থায় সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, জনস্বার্থে, যেকোন অন্তর্বর্তীকালীন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত অন্তর্বর্তীকালীন উন্নয়ন প্রকল্প অবাস্তবায়িত থাকাবস্থায় মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইলে উক্ত অন্তর্বর্তীকালীন উন্নয়ন প্রকল্প মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

**২০। সংরক্ষিত অঞ্চল।-** পায়রা-কুয়াকাটা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন ইকোলজিক্যাল (সেনসিটিভ বাস্ততান্ত্রিক অনুভূতিশীল) এলাকায় প্রণীত পরিকল্পনায় চিহ্নিত পর্যটন অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য এলাকা সংরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে ঘোষিত হইবে।

**১৮। স্থানীয় পরিকল্পনা।-** (১) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, নৌ, বিমান, সড়ক ও রেল যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগ বা অন্য কোন সংস্থার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বা কোম্পানি মহাপরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উহাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের জন্য উন্নয়ন ও নির্মাণ পরিকল্পনা সম্পর্কিত স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং উহা অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের বরাবরে প্রেরণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত স্থানীয় পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলে কর্তৃপক্ষ উহা অনুমোদন করিবে এবং উহার একটি অনুলিপি সরকারকে প্রেরণ করিবে।

**১৯। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ভূমি ও ইমারত ন্যস্তকরণ।-** (১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন কোন ভূমি, ইমারত, রাস্তা, চত্বর বা উহার কোন অংশবিশেষ কর্তৃপক্ষের কোন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন ভূমি উন্নয়নে প্রয়োজন হইলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত ভূমি, ইমারত, রাস্তা বা উহার অংশবিশেষ উহার অধীন ন্যস্ত করিবার জন্য উক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নোটিশ প্রদান করিবে এবং তদানুসারে সরকারের অনুমোদনক্রমে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ভূমি, ইমারত, রাস্তা, চত্বর বা উহার অংশবিশেষ কর্তৃপক্ষের অধীনে ন্যস্ত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কর্তৃপক্ষের কোন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন ভূমি উন্নয়নের জন্য কোন রাস্তা, চত্বর বা উহার কোন অংশবিশেষ কর্তৃপক্ষের অধীন ন্যস্ত হইলে উক্ত রাস্তা, চত্বর বা উহার কোন অংশবিশেষের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে না।

(৩) রাস্তা, চত্বর বা উহার অংশ বিশেষ ব্যতীত অন্য কোন ভূমি বা ইমারত উপ-ধারা (১) এর অধীন কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত হইলে, যে উদ্দেশ্যে উক্ত ভূমি বা ইমারত অধিগ্রহণ করা হইয়াছিল সেই একই উদ্দেশ্যে উন্নয়ন বা ব্যবহার করা হইলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে উন্নয়ন বা ব্যবহার করা হইলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন গৃহিত কোন সিদ্ধান্ত বা কোন কার্যক্রমের বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে বা মতপার্থক্য দেখা দিলে উহা ধারা ৫৫ এর বিধান অনুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

**২০। সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন প্রকল্প বা সম্পত্তি হস্তান্তর।-** (১) সরকার, কর্তৃপক্ষের আওতাভূক্ত এলাকার মধ্যে সরকার বা সরকারি কোন সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বা অনুমোদিত কোন উন্নয়ন প্রকল্প এবং সরকারের মালিকানাধীন কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি, নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের বরাবরে হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন হস্তান্তরিত কোন উন্নয়ন প্রকল্পের অবাস্তবায়িত কার্য পূর্ববর্তী অনুমোদিত আকারে অথবা, প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষের মহাপরিকল্পনা বা উন্নয়ন প্রকল্পের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা যাইবে।

(৩) সরকার, নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে সরকারি কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধার্য ও আদায়কৃত কোন কর সংরক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

**চতুর্থ অধ্যায়**

**ভূমি** ক্রয়, লিজ, **অধিগ্রহণ, উন্নয়ন কর, ইত্যাদি**

২১। **ভূমি ক্রয় বা লিজ গ্রহণের ক্ষমতা।-** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ যে কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি অথবা ভূমি সংশ্লিষ্ট স্বার্থ ক্রয়, লিজ বা বিনিময়ের মাধ্যমে অর্জন করিতে পারিবে।

২২। **ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন ভূমি বা ভূমি সংশ্লিষ্ট স্বার্থ অধিগ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইলে উহা জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এবং ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

২৩। **ভূমি বিলি-বন্দেজ**।- ধারা ২১ এর অধীন অর্জিত ভূমি বা ধারা ২২ এর অধীন অধিগ্রহণকৃত ভূমি বা ভূমি সংশ্লিষ্ট স্বার্থ কর্তৃপক্ষ নিজ কর্তৃত্বে রাখিতে পারিবে অথবা বিক্রয়, লিজ বা বিনিময়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

**পঞ্চম অধ্যায়**

**বিধি-নিষেধ, অপসারণ, দন্ড, ইত্যাদি**

**২৪।** **ইমারত নির্মাণ, জলাধার খনন ইত্যাদি বিষয়ে বিধি-নিষেধ।-** (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার পর, কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার মধ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ, পুকুর বা জলাধার খনন বা পুনঃখনন কিংবা কাটা যাইবে না।

(২) Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এর বিধান অনুযায়ী কোন ইমারত বা অন্য কোন প্রকার স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ বা জলাধার খননের জন্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে এবং ফিসহ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং এইরূপ আবেদন পাইবার পর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মহাপরিকল্পনার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে, ইমারত বা স্থাপনা নির্মাণ, পুকুর বা জলাধার খনন বা এতদসংক্রান্ত বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) কর্তৃপক্ষের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যে সকল শর্তে উপ-ধারা (২) এর অধীন অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল উহা প্রতিপালন করা হয় নাই বা ভঙ্গ করা হইয়াছে বা ভঙ্গ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা হইলে উক্ত অনুমতি বাতিল করা যাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ইমারত বা স্থাপনার সাধারণ মেরামত কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩১ নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীন ঘোষিত পর্যটন সংরক্ষিত এলাকায় পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে সংশ্লি­ষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় সাধন করিয়া যে কোন ধরনের ইমারত বা স্থাপনা নির্মাণ বা জলাধার খননের জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, পর্যটন এলাকায় মহা-পরিকল্পনা বা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সহিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে উহা ধারা ৬৫ এর বিধান অনুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৬) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

২৫। **অননুমোদিত নির্মাণাধীন স্থাপনা অপসারণ ও উহাতে বসবাসকারীদের উচ্ছেদ। -**(১) কর্তৃপক্ষ, প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অননুমোদিত নির্মাণাধীন কোন ইমারতের নির্মাণ কাজ স্থগিত বা কোন নির্মাণাধীন স্থাপনা অপসারণ করিবার জন্য উহার মালিককে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্মাণাধীন কোন ইমারতের মালিককে নির্দেশ প্রদান করা হইলে উক্ত ইমারতের মালিক নন এমন কোন ব্যক্তি সেখানে বসবাস করিলে তাহাকেও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ইমারত ত্যাগ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, নির্মাণ কাজ স্থগিত করা না হইলে বা সংশ্লিষ্ট স্থাপনা অপসারণ করা না হইলে অথবা সংশ্লিষ্ট বসবাসকারী উক্ত ইমারত পরিত্যাগ না করিলে কর্তৃপক্ষ, স্ব-উদ্যোগে, উক্ত ইমারত বা স্থাপনা অপসারণ করিতে অথবা সংশ্লিষ্ট বসবাসকারীকে উচ্ছেদ করিতে পারিবে এবং উক্ত অপসারণ বা উচ্ছেদ কার্যক্রমের আনুষঙ্গিক ব্যয়ের সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট মালিক বা ব্যক্তির নিকট হইতে নগদ আদায় করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) উল্লিখিত অর্থ সংশ্লিষ্ট মালিক বা ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ না করিলে উহা Public Demands Recovery Act, 1913) (Act No.III of 1913) এর বিধান অনুযায়ী সরকারি দাবি হিসাবে আদায় করা যাইবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর বিধান বিদ্যমান ইমারত সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

**২৬। কতিপয় ইমারত ও জলাশয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা**।- এই আইনের ধারা ২৪ ও ২৫ এর বিধানসমূহ সরকারি মালিকানাধীন ইমারত এবং জলাশয় এর ক্ষেত্রে প্র­যোজ্য হইবে।

**২৭। নীচু ভূমি ভরাট, পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্থ, ইত্যাদি।-** (১)অন্য ­কোনো আইন বা আইনগত দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আই­নের আওতাধীন কোন এলাকার নীচু ভূমি ভরাট বা উঁচু করা বা অন্য কো­না উপা­য়ে যে কোন নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়, পুকুর, ডোবা, কৃত্রিম জলাধার, ইত্যাদির পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, সংশোধন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

২৮। **খেলার মাঠ, উন্মুক্ত মাঠ, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধারের শ্রেণি পরিবর্তন**।- কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধারের শ্রেণী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬ নং আইন) প্রযোজ্য হইবে।

২৯। **ইমারত বা দেয়াল অপসারণ না করিবার দণ্ড।-** যদি কোন ইমারত বা দেয়ালের মালিক কর্তৃপক্ষের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত ইমারত বা দেয়াল অপসারণ না করেন তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি পাকা ইমারত বা দেয়ালের জন্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে এবং কাঁচা ইমারত বা দেয়ালের জন্য অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩০।অবৈধ **নির্মাণ** **অপসারণ**।- যদি আদালত কোন ব্যক্তিকে কোন দেয়াল, ইমারত বা স্থাপনা অপসারণের আদেশ প্রদান করে এবং উক্ত ব্যক্তি যদি আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত দেয়াল, ইমারত বা স্থাপনা অপসারণ না করেন তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উহা অপসারণ করিতে পারিবে এবং উক্ত অপসারণের জন্য ব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট মালিক বা ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ না করিলে উহা Public Demands Recovery Act, 1913) (Act No.III of 1913) এর বিধান অনুযায়ী সরকারি দাবি হিসাবে আদায় করা যাইবে।

৩১। **চেয়ারম্যান, সদস্য বা কোন কর্মচারী কর্তৃক কর্তৃপক্ষের শেয়ার, স্বার্থ বা চুক্তিতে অংশগ্রহণে বিধি-নিষেধ**।- (১) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, সদস্য বা কোন কর্মচারী কর্তৃপক্ষের কোন পদে বহাল থাকাকালীন কর্তৃপক্ষের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য বা কোন লেনদেন বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন শেয়ার বা স্বত্ব বা দখল করিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, সদস্য বা কোন কর্মচারী উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

**৩২। কর্তৃপক্ষের কার্যসম্পাদনকালে নিরাপত্তা বেষ্টনী, ইত্যাদি অপসারণ নিষিদ্ধ।-** (১) আইনগত কর্তৃত্ব ব্যতীত, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, বা উহার নির্দেশনা অনুসারে, কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় কোন কার্য সম্পাদনের সময় স্থাপিত কোন নিরাপত্তা বেষ্টনী বা তীরবর্তী খুঁটি বা গ্রোথিত কোন বার বা চেইন বা পোস্ট বা অনুরূপ কোন কিছু অপসারণ বা কোন বাতি সরাইয়া লওয়া বা নিভাইয়া ফেলা যাইবে না।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

**৩৩। কর্তৃপক্ষের কার্য সম্পাদনে বাধা প্রদান বা চিহ্ন অপসারণ নিষিদ্ধ।- (১)** এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধি অনুসারে কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধিভুক্ত বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ বা নির্দেশিত হইয়া কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা কোম্পানি কর্তৃক দায়িত্ব পালনে বা কার্যসম্পাদনে বাধা প্রদান বা বিঘ্ন ঘটানো অথবা কোন কার্যসম্পাদনের জন্য আবশ্যক কোন লেবেল বা নির্দেশনার জন্য স্থাপিত কোন চিহ্ন অপসারণ করা যাইবে না।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

**৩৪।** **স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা পৌরসভা অথবা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইমারত নির্মাণের অনুমতি প্রদান নিষিদ্ধ**।- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার পর, কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এই আইনের আওতাধীন বিষয়সমূহ যেমন, কোন ইমারত নির্মাণের নক্সা অনুমোদন, জলাধার খনন বা পুনঃখননের অনুমতি বা অনুরূপ কোন বিষয়ে অনুমোদন বা অনুমতি প্রদান করিবে না।

(২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন ইমারত নির্মাণ বা জলাধার খননের অনুমতি প্রদান করি­লে তাহা­কে উক্ত ইমারত বা জলাধারের নক্সাসহ তাহার স্বাক্ষরে উক্ত অনুমতি পত্রের একটি কপি ইমারত বা জলাধার যে এলাকায় অবস্থিত উক্ত এলাকার মেয়র বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার পর, কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর ব্যত্যয় ঘটাইয়া কোন নির্মাণ কাজ বা খননের অনুমতি প্রদান করা হই­ল উহা বে-আইনি ও ক্ষমতা বহির্ভূত হিসাবে গণ্য হইবে অথবা অনুরূপ অনুমতির মাধ্যমে কৃত কার্যক্রম অকার্যকর ও অননু­মোদিত বলিয়া গণ্য হই­ব।

**৩৫।** **ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা।-** এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিপরীতে ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপন করা যাইবে না।

**৩৬।** দেওয়ানী **আদাল­তের এখতিয়ার বহির্ভূত।-** এই আইনের অধীন কৃত বা কৃত বলিয়া বিবেচিত কোন কার্য, গৃহীত কোন ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি আদালতে কোন প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

**ষষ্ঠ অধ্যায়  
রক্ষণাবেক্ষণ, স্থানীয় কর ইত্যাদি**

**৩৭। কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্তকৃত সরকারি রাস্তা, নর্দমা, ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ।-**কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্তকৃত সকল রাস্তা, চত্বর, ইমারত, ভূমি অথবা উহার অংশ বিশেষ কর্তৃপক্ষকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে, এবং কর্তৃপক্ষ, উহার তদারকিতে, অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সহিত যৌথভাবে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

**৩৮। সমাপ্ত প্রকল্পের অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নিকট ন্যস্তকরণ।-** মহাপরিকল্পনা বা অন্তর্বর্তী পরিকল্পনাভুক্ত কোন প্রকল্পের কাজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমাপ্ত হইবার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত প্রকল্পের অধীন সমাপ্ত অবকাঠামো যথা, উদ্যান, রাস্তা, নর্দমা এবং অনুরূপ অন্যান্য সেবা ও সুবিধাসমূহ স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নিকট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ন্যস্ত করিতে পারিবে।

**৩৯। কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত ইমারতের পৌরকর পরিশোধ।-** উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কোন ইমারত অধিগ্রহণ করা হইলে এবং কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত ইমারত ন্যস্ত হইলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে উদ্দেশ্যে উক্ত ইমারত অধিগ্রহণ করা হইয়াছে, উহা ব্যতীত ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে বা কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া প্রদান করা হইলে সাধারণ হারে পৌরসভা হোল্ডিং ট্যাক্স এবং অন্যান্য করসমূহ পরিশোধ করিতে হইবে।

**৪০। উন্নয়ন ফি ধার্যের ক্ষমতা।-** (১) কর্তৃপক্ষ তদকর্তৃক গৃহীত কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে উক্ত এলাকার কোন ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বা পাইবে বলিয়া মনে করিলে উক্ত ভূমির মালিক বা ভূমির স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এমন ব্যক্তিবর্গের উপর ভূমির মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে উন্নয়ন কর ধার্য করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত উন্নয়ন ফি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্য, নির্ধারণ ও আদায় করিতে হইবে।

**সপ্তম অধ্যায়**

**তহবিল, হিসাবরক্ষণ, ইত্যাদি**

৪১। **তহবিল**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পায়রা কুয়াকাটা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তহবিল নামে কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা তহবিল গঠিত হইবে, যথা :

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন বিদেশি সরকার, সংস্থা বা আমত্মর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(ঘ) গৃহীত ঋণ;

(ঙ) কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং নিজস্ব আয়;

(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত ফি, চার্জ, ইত্যাদি; এবং

(ছ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অনুদান।

(৩) কর্তৃপক্ষের তহবিল কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা পরিচালনা করিতে হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, সদস্য, কমিটির সদস্য ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি, সম্মানী এবং কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় তহবিল হইতে নির্বাহ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে এতদসংশ্লিষ্ট প্রচলিত বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(৫) প্রত্যেক অর্থ বৎসরে উহার সকল ব্যয় নির্বাহের পর কর্তৃপক্ষ চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখিয়া তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা প্রদান করিবে।

**ব্যাখ্যা**।-এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে **‘‘**তফসিলি ব্যাংক**’’** বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (President’s Order No. 127 of 1972) এর Article 2 (j) তে সংজ্ঞায়িত **‘‘**Scheduled Bank**’’** ।

৪২। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**।- (১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ এবং হিসাব বিবরণী প্রস্ত্তত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রক বলিয়া অভিহিত, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপি কর্তৃপক্ষ ও সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উলিস্নখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President’s Order No. 2 of 1973) এর Article 2 (1) (b) এ সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষা কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিয়োগকৃত চার্টার্ড একাউনটেন্ট কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিলাদি, বার্ষিক ব্যালেন্স সিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার বা অন্যবিধ সম্পত্তি, ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, সদস্য, বা কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৬) এই ধারার বিধানাবলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর বিধানাবলি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অনুসরণ করিতে হইবে।

**৪৩**। **পাওনা অর্থ আদায়।-**এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কোন অর্থ পাওনা থাকিলে উহা সরকারি দাবি হিসাবে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No.III of 1913) এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হইবে।

**৪৪। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**।- (১) কর্তৃপক্ষ, যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ এবং হিসাব বিবরণী প্রস্ত্তত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষ ও নিয়ন্ত্রক বলিয়া অভিহিত, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপি কর্তৃপক্ষ ও সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President’s Order No. 2 of 1973) এর Article 2 (1) (b) এ সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিয়োগকৃত চার্টার্ড একাউনটেন্ট কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিলাদি, বার্ষিক ব্যালেন্স সিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার বা অন্যবিধ সম্পত্তি, ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, সদস্য বা কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৬) এই ধারার বিধানাবলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর বিধানাবলি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অনুসরণ করিতে হইবে।

**৪৫।** **বার্ষিক বা­জেট।-** (১) সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহারও উল্লেখ থাকিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এ উল্লি­খিত বার্ষিক বাজেট বিবরণীর যথার্থতা সম্পর্কে উত্থাপিত যে কোন প্রশ্ন উহার প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত রাখিয়া অর্থ বিভাগের সহিত আলোচনাক্রমে নিষ্পত্তি করিবে।

**অষ্টম অধ্যায়**

**জরিমানা, অপরাধের আমলযোগ্যতা, বিচার, ইত্যাদি**

**৪৬। প্রশাসনিক জরিমানা, চার্জ, ফি, ইত্যাদি আদায়।-** এই আইন বা বিধিমালা বা প্রবিধানমালার অধীন পরিশোধযোগ্য প্রশাসনিক জরিমানা, চার্জ, ফি বা অনুরূপ দাবি Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. III of 1913) এর অধীন Public Demands বা সরকারি দাবি হিসাবে উক্ত ব্যক্তি বা তাহার উত্তরাধীকারীদের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা হইবে।

**৪৭। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার।-** (১) এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তি আদালতে লিখিত অভি­যাগ দা­য়ের করিতে পারিবে এবং আদালত উক্ত অভিযোগ আমলে গ্রহণ করিবে।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কতৃর্ক বিচার্য হইবে।

**৪৮। অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা।-**এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable) এবং জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

**৪৯।** **অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা।-** ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনে অনুমোদিত যে কোন দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

**৫০। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ**।- আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে, উক্ত আইনের তফসিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্ট দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

**৫১। কোম্পানি/ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/অংশীদারী প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।-** কোন কোম্পানি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/অংশীদারী প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতিকর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/অংশীদারী প্রতিষ্ঠান/সমবায় সমিতি এইরূপ প্রত্যেক পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

নবম **অধ্যায়**

**কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি**

৫২ । **কর্তৃপক্ষের সচিব।–** কর্তৃপক্ষের একজন সচিব থাকিবেন, যিনি সরকারের উপ সচিব বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে নিযুক্ত হইবেন।

৫৩। **কর্মচারী নিয়োগ।** - (১) কর্তৃপক্ষ উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগকরিতে পারিবে।

(২) কর্মচারীদের নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫৪। **জনসেবক।-** কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, সার্বক্ষণিক সদস্য এবং কর্মচারীগণ Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এ সংজ্ঞায়িত অর্থে জনসেবক (Public servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

**দশম অধ্যায়**

**বিবিধ**

**৫৫। মতবিরোধ নিষ্পত্তি।-** (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় মহাপরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প বা অন্তর্বতীকালীন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা কোন কার্যক্রমের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সহিত অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে কর্তৃপক্ষ পারষ্পরিক আলোচনার মাধ্যমে অনতিবিলম্বে উহা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে আপোষ মিমাংসা না হইলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত বিরোধের বিষয়টি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং সরকার উক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, যেক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, এর সহিত পারষ্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উহা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

**৫৬। ক্ষমতা অর্পণ।-** কর্তৃপক্ষ, উহার কোন ক্ষমতা, প্রয়োজনে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে চেয়ারম্যান, সার্বক্ষনিক সদস্য বা উহার কোন কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৫৭। **প্রতিবেদন**।- (১) কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৯০ (নববই) দিনের মধ্যে উহার আয়, ব্যয় ও স্থিতির আর্থিক বিবরণসহ উক্ত বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলির উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে কোন সময় কর্তৃপক্ষের যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

৫৮। ক্ষতিপূ**রণ প্রদানে কর্তৃপক্ষের সাধারণ ক্ষমতা**।- এই আইনে সুষ্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই এইরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে, এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধানের অধীন কর্তৃপক্ষ, চেয়ারম্যান, সদস্য বা উহার কোন কর্মচারীর উপর ন্যস্তকৃত দায়িত্ব পালনকালে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারিবে।

**৫৯।** **নি­র্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।-** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণক­ল্পে সরকার, সময় সময়, কর্তৃপক্ষ­ যে কোন নি­র্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উহা পালন করি­তে বাধ্য থাকিবে।

**৬০।** **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-** এই আই­নের উদ্দেশ্য পূরণক­ল্পে, সরকার সরকারি গে­জেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

**৬১।** **প্রবিধান প্রণয়­নের ক্ষমতা।-** এই আই­নের উদ্দেশ্য পূরণক­ল্প কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

**৬২।** **ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।- (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ (Authentic English Text) হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রকাশিত ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ এবং এই বাংলা আইনের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।